ভূমিকা

প্রথমেই স্বীকার্য বাংলা সাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তী একজন উপেক্ষিত সাহিত্যিক। প্রায় দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্যজীবনের যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি বললেই চলে। বৈচিত্র্যময় সাহিত্যকর্মে তাঁর দক্ষতার পরিচয় শুধুমাত্র 'হাসির গল্পকার' কিংবা 'ছোটোদের লেখক' অথবা 'শিশুসাহিত্যিক' প্রভৃতি অভিধায় বিভূষিত হয়ে রয়েছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন এবং সিরিয়াস সাহিত্যেও তাঁর লেখক শক্তির পরিচয় সবিশেষ উল্লেখনীয়। লেখকসত্তার বিবর্তনের ফলে হাস্যরসের ধারায় নিজেকে নিয়োজিত করে অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা লাভ করায় তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের পরিমণ্ডল পরিবর্তিত হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তী থেকে স্বকৃত বানানে শিব্রাম চকরবরতি কিংবা চক্কোত্তি হয়ে যান। হাস্যরসের জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করায় পূর্বেকার সিরিয়াস সাহিত্যের রচয়িতার দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ পাননি কিংবা বলা ভালো তিনি চানওনি। কিন্তু সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকেই পরবর্তী জীবনের লেখকসত্তার বিবর্তনের মূল সত্তা নিহিত ছিল। তাঁর সাহিত্য জীবনে গণচেতনা থেকে রসিকতার জগতে পদার্পণের যোগসূত্র অবলম্বন করে লেখকসত্তার বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরাই আমার গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ''শিবরাম চক্রবর্তী ঃ লেখকসত্তার বিবর্তন'' শিরোনামে গবেষণা কর্মটির মধ্যে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয় পর্যালোচনায় সচেষ্ট হয়েছি।

শিবরাম নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'লেখার ধারা কালে কালে পালটেছে'। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট গতি-প্রকৃতি নিরূপণ করা দুরূহ কাজ। ''ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা'', ''ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'' আত্মজীবনীদ্বয়ে কিংবা ''অকথিত কাহিনী'' নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তাঁর লেখকসত্তার বিবর্তনের রূপটি অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বা সুবিন্যস্ত নয়। তাই গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে গিয়ে নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি।

প্রথমত, তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনা কিংবা প্রকাশিত রচনার সন তারিখ উক্ত গ্রন্থত্রয়ে পাওয়া যায় না বললেই চলে। এবিষয়ে শিবরাম নিজেও সচেতন ছিলেন এবং একাধিকবার উল্লেখও করেছেন সেকথা। যেমন ''সন তারিখ ইত্যাদির ব্যাপারে আমি এক বিস্মৃত তীর্থই।'' (''ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'')

কিংবা, এবিষয়ে নিজ কৃত সরস উক্তি — ''মস্তিষ্ক তো আমার কোনদিনই বর্ধমান নয়, বরং চব্বিশ পরগণা। মেমরি স্টেশনই সেখানে নেই।'' (''অকথিত কাহিনী'')

দ্বিতীয়ত, তাঁর আত্মজীবনীতে অনেক গুরত্বপূর্ণ লেখার ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ''জমিদারের রথ'', এবং প্রথমদিকের গল্প যেমন 'শিশুর প্রেম', 'গোপন ব্যথা' ইত্যাদির কথা বলা যায়। তাছাড়া 'ভারতজ্যোতি' (১৯৫৯) সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রসঙ্গটিও অনুল্লেখিত থেকে যায়।

তৃতীয়ত, অনেক তথ্য বিস্মৃতির ফলে ভুলভাবে পরিবেশন করায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যেমন শিবরাম তাঁর সম্পাদিত নবপর্যায় 'যুগান্তর' (১৯২৩), 'আত্মশক্তি' (১৯২২), 'ধূমকেতু' (১৯২২), 'গণবাণী' (১৯২৬) অথবা 'লাঙল' (১৯২৫) প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকার সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ঐ পত্রিকাগুলির প্রথম প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান সহজেই অনুমেয়। এমনকি নিজের জন্মকাল সম্বন্ধেও তাঁর প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গতি নেই।

চতুর্থত, সন তারিখের সঠিক উল্লেখ না থাকায় তাঁর রচনার ক্রম ঠিকভাবে উল্লেখ করা অনেক সময় অসুবিধা হয়েছে। যেমন একাধিক গল্পের নাট্যরূপ নিয়ে। গল্পটির পূর্বে নাটক, না নাটকের পূর্বেই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে তা সহজে বোঝা যায় না।

পঞ্চমত, তাঁর বয়স্ক পাঠ্য কিংবা শিশু-কিশোর পাঠ্য রচনার স্বতন্ত্র ধারা অনেক সময় রক্ষা করা হয়নি। যেমন ''শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুনাট্য'' (১৯৬৬) গ্রন্থে একাধিক বয়স্ক পাঠ্য একাঙ্ক নাটক সংকলিত

হয়েছে। তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্টতা বজায় থাকেনি। যেমন ''ফানুস ফাটাই'' (১৯৬০) প্রবন্ধগ্রন্থে একাধিক রম্যরচনার সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়।

ষষ্ঠত, তাঁর কোন অভিমতটি সত্য, কোনটি বিনয়পূর্বক রসিকতা কিংবা পরিহাস তা অনেক সময়ই সহজবোধ্য নয়। যেমন তাঁর লেখক হওয়ার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তিনি লেখক হতে চাননি, আবার, 'ছোটদের লেখক,' টাকার জন্য লেখেন, রিক্সাচালানোর শক্তি নাই তাই লেখক হয়েছেন, কাবুলিওয়ালাই তাঁকে লেখক বানিয়েছেন প্রভৃতি মন্তব্য। ফলে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসুবিধা হয়েছে।

এজন্য শিবরামের প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে সমসাময়িক কালের বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীদের অভিমত ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাবলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়েছে। তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও শিবরামের লেখকসত্তার বিবর্তনের রূপ-চিত্র বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছি এবং যথাযথ ভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপনে সদা সতর্ক ও সচেষ্ট থেকেছি। আরেকটি বিষয় উল্লেখনীয় তা'হল অনেক সময় একই লেখকের একই বক্তব্য-বিষয়ের অধ্যায়ান্তে তথ্যসূত্র নির্দেশিকায় আলাদা ভাবে উল্লেখ না করে প্রথমে উল্লেখিত সূচক সংখ্যায় নির্দেশ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করেছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আমাকে নানা ভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গবেষণা কর্মটি যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সুসার্থক করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন, তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ। অনেকেই আমাকে শিবরাম সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম উল্লেখ করতেই হয়। যেমন মালদার মালতীপুর টাউন লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সুনীল বাগচী শিবরামের ''জমিদারের রথ'' বইটির সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা দিয়েছেন এবং তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন। এছাড়া চাঁচল রাজ-স্টেটের ভূতপূর্ব দায়িত্বশীল কর্মচারী ভূপেন্দ্র নাথ দাশ তাঁর লেখা 'চাঁচলের শরৎচন্দ্র' বই দিয়ে বিশেষ উপকৃত করেছেন। অন্যদের মধ্যে চাঁচলের সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক সুশীল কুমার লাহিড়ী, মালদার দুই লেখক কমল বসাক ও গোপাল লাহা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রথম প্রেরণাদাতা হিসাবে মালদা কলেজের ভূতপূর্ব প্রভাষক বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এচাড়া 'দাহপত্র'র সম্পাদক কমল কুমার দত্ত ও 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক তাপস ভৌমিকও আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। যে সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে বিশেষ উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে উল্লেখনীয় মহেশপুর পল্লীগ্রন্থাগার (মহেশপুর, মালদা)-এর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের প্রচেষ্টায় শিবরামের অনেক গ্রন্থ পড়ার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া মালদা জেলা গ্রন্থাগার, বিরামপুর কুসুম স্মৃতি পাঠাগার ও ভারতী ভবন সাধারণ পাঠাগার (কলিগ্রাম) উল্লেখনীয়। শেষোক্ত পাঠাগারে সংরক্ষিত হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'মুরলী'তে(১৩২৯) প্রকাশিত শিবরামের প্রথম জীবনের কবিতা দেখার সুযোগ পেয়েছি। শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার এবং অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার; কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত এই বৃহৎ ও দুরূহ কর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হত না। সর্বোপরি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পেয়েছি তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। অনেকের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁদের সাহায্য ও প্রেরণা সদাই পাথেয় হয়েছে।

সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

স্বপন কুমার মণ্ডল